বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়

মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো পদ্ধতির ওপর পরিচালিত অডিট রিপোর্ট

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

অর্থ বছরঃ ২০০৭-২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়

প্রথম খন্ড

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

অর্থ বছরঃ ২০০৭-২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচীপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ		পৃষ্ঠা নম্বর
১	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন		ক
২	মহাপরিচালকের বক্তব্য		খ
৩	প্রথম অধ্যায়		১
৪	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ		২
৫	অডিট বিষয়ক তথ্য		৩-৪
৬	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু		৪-৫
৭	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ		৫
৮	অডিটের সুপারিশ		৫-৬
৯	দ্বিতীয় অধ্যায়		১
১০	Abbreviation & Glossary		২
	অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	
	১	**বাজেট ও রিপোর্টিং সিস্টেম**	
১১	১.১	বাজেটে বরাদ্দকৃত ১৪৫১.৪৯ কোটি টাকার মধ্যে ২০৯.৩৩ কোটি টাকা অব্যয়িত	৩
১২	১.২	উন্নয়ন বাজেট হতে ছাড়কৃত ৮৫৬.৩১ কোটি টাকার মধ্যে ১১৪.৯২ কোটি টাকা খরচ হয়নি।	৪
১৩	১.৩	অবাস্তব রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অপর্যাপ্ত রাজস্ব সংগ্রহ এবং ছাড়কৃত অব্যয়িত অর্থ রাজস্ব আয় হিসেবে প্রদর্শন।	৫
	২	**MTBF এর কৌশলগত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা**	
১৪	২.১	কর্মসূচী/কর্মকৃতি নির্দেশনা ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে অসংগতি	৬-৭
১৫	২.২	লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রকৃত অগ্রগতি খুবই নগণ্য, ফলে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি। অপরদিকে প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যর্থতার জন্য সম্পাদিত সমুদয় কাজ হুমকির সম্মুখীন। জড়িত ২২৬২.৭৭ লক্ষ টাকা।	৮
	৩	**কমপব্লায়েন্স ইস্যু**	
		মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন	
১৬	৩.১	দরপত্র মূল্যায়ন রিপোর্ট অনুমোদন বা গ্রহণ ছাড়াই ৪,৪০,৪৪,২৯৫ টাকায় চুক্তিপত্র সম্পাদনপূর্বক চূড়ান্ত বিল পরিশোধ।	৯
১৭	৩.২	মেরামত ও সংরক্ষণ কাজে অতিরিক্ত ব্যয় ৩.৩৩ কোটি টাকা	১০-১১
১৮	৩.৩	দু' বছর সময় ব্যবধানে ভূমি অধিগ্রহণ মূল্য ৪৯৩.২০% বৃদ্ধি পাওয়ায় অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ।	১২
১৯	৩.৪	এপেনডিক্স-II এর মাধ্যমে প্রশাসনিক অনুমোদন ছাড়াই ডিপিএম এর মাধ্যমে সম্পাদিত কাজের বিপরীতে ঠিকাদারকে ১০,৯৭,৭৪,৫৯৬ টাকা পরিশোধ।	১৩
২০	৩.৫	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন এবং পিপিআর এর সংগ্রহ পদ্ধতি এড়ানোর উদ্দেশ্যে একই কাজকে খন্ড খন্ড অংশে বিভক্ত করতঃ ৮৩.২৪ কোটি টাকার চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন।	১৪-১৫
২১	৩.৬	প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান অনুমোদন ছাড়াই ওপেন টেন্ডারে সম্পাদনযোগ্য ২,৯১,৫৪,৪৪৬ টাকার কাজ লিমিটেড/রেসট্রিকটেড টেন্ডারিং পদ্ধতিতে সম্পাদন।	১৬
২২	৩.৭	সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ছাড়াই মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ কাজের বিপরীতে বকেয়া ৬,৩৪,৬৪,৭১৩ টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	১৭
২৩	৩.৮	মূল দাবী বিলম্বে পরিশোধের কারণে সুদ বাবদ প্রদত্ত ৯০,১৯,১৪৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি এবং তা পরিশোধের ক্ষেত্রে চুক্তিপত্র ও বিলে প্রদত্ত স্বাক্ষরের সত্যতা যাচাই এবং আয়কর বাবদ আদায়যোগ্য অর্থ আদায় করা হয়নি।	১৮-১৯
		রাজস্ব সংগ্রহ	
২৪	৩.৯	বিভিন্ন উৎস হতে পাওনা বাবদ ৯৪,৬৪,৭৮০ টাকা অনাদায়ী এবং এস্কাভেটরের জন্য প্রাপ্য বিল ইস্যু ও আদায়ের কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।	২০
		বেতন ভাতা	
২৫	৩.১০	ক্ষমতা ও বিধি বহির্ভূতভাবে ১৩৯১ জন চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী নিয়োগের মাধ্যমে ৬ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয়।	২১-২২

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ		পৃষ্ঠা নম্বর
	৪	**আর্থিক প্রতিবেদন**	
২৬	৪.১	অব্যয়িত অর্থ সমর্পণ না করে কাজ সম্পাদন দেখিয়ে নিরাপত্তা জামানত খাতে কর্তন করতঃ ৪৪,৮২,২১৫ টাকা অনিয়মিতভাবে স্থানান্তর ।	২৩
২৭	৪.২	তিন বছরের বিজ্ঞাপন বিল বাবদ ৩,৯২,৬৭,৭২৭ টাকা পরিশোধের বিপরীতে উপযুক্ত প্রমাণক হিসেবে পত্রিকার কপি সংরক্ষণ না করায় তা যাচাই করা যায়নি ।	২৪
	৫	**দারিদ্র বিমোচন ও নারী উন্নয়ন**	
২৮	৫.১	দারিদ্র বিমোচন ও নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে কোন বরাদ্দ রাখা হয়নি এবং দারিদ্র বিমোচন ও নারী উন্নয়ন বিষয়টি মূল্যায়ন করা সম্ভবপর হয়নি ।	২৫
		মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	২৫

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩২ অনুচ্ছেদ, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এমেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপর প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো ।

বঙ্গাব্দ

তারিখঃ _____

খ্রিষ্টাব্দ

আহমেদ আতাউল হাকিম
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল অব
বাংলাদেশ

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের তত্বাবধানে এফএমআরপি প্রকল্পের সহায়তায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ সচিবালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, যৌথ নদী কমিশন ও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এবং ১৬টি নির্বাহী প্রকৌশলী অফিসসহ মোট ২০টি অফিস ও ২২টি প্রকল্পের ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের MTBF বাজেট বরাদ্দের আলোকে সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র স্থানীয়ভাবে নমুনা ভিত্তিক কমপ্লায়েন্স অডিট, ফিন্যানসিয়াল ও MTBF সিস্টেম অডিট সম্পাদন করা হয়। ইতোপূর্বে সচিবালয় এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে দুটি ম্যানেজমেন্ট লেটার প্রেরণ করতঃ তার উপরে দ্বিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তাদের মতামত সংযুক্ত করে খসড়া রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। MTBF বাজেট ব্যবস্থাপনা, MTBF কৌশলগত উদ্দেশ্য, লক্ষ্যমাত্রা, আর্থিক অনিয়ম, আর্থিক প্রতিবেদন, দারিদ্র বিমোচন ও নারী উন্নয়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে অনিয়ম চিহ্নিতকরণ এবং অনিয়ম রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনাসহ সরকারি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে সুপারিশ সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

সরকারের সীমিত সম্পদের যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করা, আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র বিমোচন ও নারী উন্নয়নে গৃহীত নীতিমালার গুণগত মান বৃদ্ধিতে এই রিপোর্টটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

(মোঃ মোসলেম উদ্দীন)
মহাপরিচালক

বঙ্গাব্দ

তারিখঃ _____

খ্রিষ্টাব্দ

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	**বাজেট ও রিপোর্টিং সিস্টেম**	
১.১	বাজেটে বরাদ্দকৃত ১৪৫১.৪৯ কোটি টাকার মধ্যে অব্যয়িত	২০৯.৩৩ কোটি
১.২	উন্নয়ন বাজেট হতে ছাড়কৃত ৮৫৬.৩১ কোটি টাকার মধ্যে খরচ হয়নি।	১২২.১৬ কোটি
১.৩	অবাস্তব রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অপর্যাপ্ত রাজস্ব সংগ্রহ এবং ছাড়কৃত অব্যয়িত অর্থ রাজস্ব আয় হিসেবে প্রদর্শন।	১২১.৯৩ কোটি
২	**MTBF এর কৌশলগত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা**	
২.১	কর্মসূচী/কর্মকৃতি নির্দেশনা ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে অসংগতি	
২.২	লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রকৃত অগ্রগতি খুবই নগণ্য, ফলে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি। অপরদিকে প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যর্থতার জন্য সম্পাদিত সমুদয় কাজ হুমকীর সম্মুখীন।	২২৬২.৭৭ লক্ষ
৩	**কমপব্লায়েন্স ইস্যু**	
	মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন	
৩.১	দরপত্র মূল্যায়ন রিপোর্ট অনুমোদন বা গ্রহণ ছাড়াই চুক্তিপত্র সম্পাদনপূর্বক চূড়ান্ত বিল পরিশোধ।	৪,৪০,৪৪,২৯৫
৩.২	মেরামত ও সংরক্ষণ কাজে অতিরিক্ত ব্যয়	৩.৩৩ কোটি
৩.৩	দু' বছর সময় ব্যবধানে ভূমি অধিগ্রহণ মূল্য ৪৯৩.২০% বৃদ্ধি পাওয়ায় অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ।	৭,০০,০০,০০০
৩.৪	এপেনডিক্স-II এর মাধ্যমে প্রশাসনিক অনুমোদন ছাড়াই ডিপিএম এর মাধ্যমে সম্পাদিত কাজের বিপরীতে ঠিকাদারকে পরিশোধ।	১০,৯৭,৭৪,৫৯৬
৩.৫	উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন এবং পিপিআর এর সংগ্রহ পদ্ধতি এড়ানোর উদ্দেশ্যে একই কাজকে খন্ড খন্ড অংশে বিভক্ত করতঃ চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন।	৮৩.২৪ কোটি
৩.৬	প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান অনুমোদন ছাড়াই ওপেন টেন্ডারে সম্পাদনযোগ্য কাজ লিমিটেড/রেসট্রিকটেড টেন্ডারিং পদ্ধতিতে সম্পাদন।	২,৯১,৫৪,৪৪৬
৩.৭	সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ছাড়াই মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের বিপরীতে বকেয়া অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	৬,৩৪,৬৪,৭১৩
৩.৮	মূল দাবী বিলম্বে পরিশোধের কারণে সুদ বাবদ প্রদত্ত আর্থিক ক্ষতি এবং তা পরিশোধের ক্ষেত্রে চুক্তিপত্র ও বিলে প্রদত্ত স্বাক্ষরের সত্যতা যাচাই এবং আয়কর বাবদ আদায়যোগ্য অর্থ আদায় করা হয়নি।	৯০,১৯,১৪৮
	রাজস্ব সংগ্রহ	
৩.৯	বিভিন্ন উৎসের পাওনা বাবদ অনাদায়ী এবং এস্কাভেটরের জন্য প্রাপ্য বিল ইস্যু ও আদায়ের কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।	৯৪,৬৪,৭৮০
	বেতন ভাতা	
৩.১০	ক্ষমতা ও বিধি বহির্ভূতভাবে ১৩৯১ জন চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী নিয়োগের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে ব্যয়।	৬,১৩,০০,০০০
৪.	**আর্থিক প্রতিবেদন**	
৪.১	অব্যয়িত অর্থ সমর্পণ না করে কাজ সম্পাদন দেখিয়ে নিরাপত্তা জামানত খাতে কর্তন করতঃ অনিয়মিতভাবে স্থানান্তর।	৪৪,৮২,২১৫
৪.২	তিন বছরের বিজ্ঞাপন বিল বাবদ পরিশোধের বিপরীতে পর্যাপ্ত সমর্থিত প্রমাণক হিসাবে পত্রিকার কপি সংরক্ষণ না করায় তা যাচাই করা যায়নি।	৩,৯২,৬৭,৭২৭
৫.	**দারিদ্র বিমোচন ও নারী উন্নয়ন**	
৫.১	দারিদ্র বিমোচন ও নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে কোন বরাদ্দ রাখা হয়নি এবং দারিদ্র বিমোচন ও নারী উন্নয়ন বিষয়টি মূল্যায়ন করা সম্ভবপর হয়নি ।	

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বৎসরঃ ২০০৭-২০০৮

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানঃ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহের নিম্নলিখিত ব্যয় কেন্দ্রসমূহঃ

১) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
২) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো), প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা ।
৩) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো), বনানী, ঢাকা ।
৪) যৌথ নদী কমিশন, ধানমন্ডি, ঢাকা ।
৫) নির্বাহী প্রকৌশলী, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, বাপাউবো, ফরিদপুর ।
৬) নির্বাহী প্রকৌশলী, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, বাপাউবো, ভেড়ামারা ।
৭) নির্বাহী প্রকৌশলী, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, বাপাউবো, কক্সবাজার ।
৮) নির্বাহী প্রকৌশলী, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, বাপাউবো, রাজশাহী ।
৯) নির্বাহী প্রকৌশলী, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, বাপাউবো, চাপাইনবাবগঞ্জ ।
১০) নির্বাহী প্রকৌশলী, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, বাপাউবো, সৈয়দপুর ।
১১) নির্বাহী প্রকৌশলী, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, বাপাউবো, গাইবান্ধা ।
১২) নির্বাহী প্রকৌশলী, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, বাপাউবো, সিলেট ।
১৩) নির্বাহী প্রকৌশলী, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, বাপাউবো, চাঁদপুর ।
১৪) নির্বাহী প্রকৌশলী, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ-১, বাপাউবো, ঢাকা ।
১৫) নির্বাহী প্রকৌশলী, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ-১, বাপাউবো, ভোলা ।
১৬) নির্বাহী প্রকৌশলী, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ-২, বাপাউবো, ভোলা ।
১৭) নির্বাহী প্রকৌশলী, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, বাপাউবো, ফেনী ।
১৮) নির্বাহী প্রকৌশলী, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, বাপাউবো, বগুড়া ।
১৯) নির্বাহী প্রকৌশলী, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, বাপাউবো, সিরাজগঞ্জ ।
২০) নির্বাহী প্রকৌশলী, বিআরই (বিশেষায়িত) পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, বাপাউবো, সিরাজগঞ্জ ।

নিরীক্ষার প্রকৃতিঃ কমপ্লায়েন্স অডিট এবং ফিন্যান্সিয়াল অডিট ও এমটিবিএফ মিনিস্ট্রি সিস্টেম অডিট ।

নিরীক্ষার সময়ঃ

নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন	ঃ	২৫-৯-২০০৮ খ্রিঃ হতে ১৫-১১-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত ।
মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা	ঃ	১৬-১১-২০০৮ খ্রিঃ হতে ১৩-০৪-২০০৯ খ্রিঃ পর্যন্ত ।
প্রতিবেদন প্রণয়ন	ঃ	১৪-৪-২০০৯ খ্রিঃ হতে ১৮-৬-২০০৯ খ্রিঃ পর্যন্ত ।

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

এই নিরীক্ষার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিসমূহ অবলম্বন করা হয়ঃ

- মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো, মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী, আর্থিক কর্মকান্ডসমূহ ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা;
- মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করা;
- সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে আর্থিক সংশ্লেষ, ঝুঁকি এবং অডিটের দৃষ্টিতে তাৎপর্য বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ এলাকা নির্বাচন পূর্বক নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
- নিরীক্ষাসূচী প্রণয়ন এবং মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা কার্য পরিচালনা করা;

নিরীক্ষার উদ্দেশ্য ঃ

- দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র এবং মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোতে বর্ণিত নীতিমালা অনুসারে মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থাসমূহের বাজেট প্রণীত হয়েছে কিনা, বাজেটে প্রদত্ত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকৃত ব্যয় হয়েছে কিনা এবং প্রক্কল্প বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা এবং যথাযথভাবে তদারকি হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করা;
- এমটিবিএফ নীতি অনুসরণ করে পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাজেট প্রণীত হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা;
- প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ অনুযায়ী নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা;
- যে সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে সে উদ্দেশ্যে তা ব্যবহৃত হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা;
- প্রকল্প এবং কর্মসূচীসমূহ ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছে কি না তা পরীক্ষা করা;
- আর্থিক বিধি-বিধানের আলোকে মন্ত্রণালয়ের হিসাব প্রণীত হয়েছে কিনা এবং প্রণীত হিসাবের সঠিকতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে নমুনা চয়নের মাধ্যমে হিসাবের বিস্তারিত পরীক্ষা ।

অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধানে যারা ছিলেনঃ

এফএমআরপি কম্পোনেন্ট-১ এর সহযোগিতায় এবং পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের অধীনে মহাপরিচালক জনাব মোঃ মোসলেম উদ্দীন, পরিচালক জনাব মৃত্যুঞ্জয় সাহা ও জাতীয় পরামর্শক জনাব উত্তম কুমার কর্মকার সার্বিক তত্ত্বাবধান করেন এবং নিম্নবর্ণিত অডিট টীম কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন ও খসড়া অডিট রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয় ।

নাম	পদবী	অবস্থান
জনাব মোঃ আককাছ আলী প্রামাণিক	উপ-পরিচালক	দলনেতা
জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান ভূঞা	নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষণ অফিসার	সদস্য
জনাব বিষ্ণু পদ পাল	নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষণ অফিসার	সদস্য
জনাব মোস্তাক আহম্মদ	এসএএস সুপার	সদস্য
জনাব মোঃ শাহজাহান	অডিটর	সদস্য

ম্যানেজমেন্ট ইস্যুঃ

- দক্ষতার সাথে বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন না করা ।
- রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে দূরদর্শিতার অভাব এবং তা অর্জনে তৎপরতার অভাব ।
- প্রকৃত প্রয়োজনের ভিত্তিতে ব্যয়ের চাহিদা প্রণয়ন করতঃ তা সুষ্ঠু ও কার্যকরভাবে ব্যবহারে দুর্বলতা ।
- দরপত্র মূল্যায়ন, প্রতিবেদন, অনুমোদন ছাড়াই চুক্তিপত্র, কার্য সম্পাদন ও অর্থ পরিশোধ ।
- সাহায্য মঞ্জুরী ও প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ছাড়কৃত অর্থ বোর্ডের নিজস্ব ব্যাংক হিসাবে ধরে রাখার প্রবণতা ।
- সরকারি আর্থিক ক্ষমতা অর্পন সংক্রান্ত নির্দেশনা এড়িয়ে একই কাজকে খন্ড খন্ড অংশে বিভক্ত করতঃ অনুমোদন ক্ষমতা অধঃস্তন পর্যায়ে রাখার প্রবণতা ।
- প্রকল্পসমূহের ব্যাংক হিসাবে অর্জিত সুদের টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করা ।
- বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত না করেই কার্য সম্পাদনের প্রবণতা ।
- নিবিড় তদারকির অভাব ।
- সরকারি বিধি বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ না করা ।

- প্রকল্পের প্রত্যাশিত অগ্রগতি না হওয়া, প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি এবং প্রকল্পের কাজ শেষ না করেই প্রকল্প সমাপ্তকরণ ।
- প্রাপ্যতার চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের প্রবণতা ।
- বরাদ্দের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের প্রবণতা ।
- প্রশাসনিক অনুমোদন ব্যতীত অর্থ ব্যয়ের প্রবণতা ।
- নারী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ না নেওয়া ।
- সাংগঠনিক কাঠামোর অতিরিক্ত লোকবল নিয়োজিত রাখা ।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণঃ

- বাজেট প্রণয়নে দক্ষতার অভাব এবং বাজেট প্রণয়নে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করা ।
- অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজন মাফিক বাজেট প্রণয়ন না করা ।
- যথাসময়ে অর্থ ছাড় না করা ।
- ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ে অদক্ষতা ।
- লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে দুর্বলতা ।
- সরকারি বিধি বিধানের চেয়ে বোর্ডের নির্দেশনার উপর অধিক গুরুত্বারোপ ।
- সরকারি ক্রয় নীতিমালা/২০০৩ যথাযথভাবে অনুসরণ না করা ।
- অর্থনৈতিক কোড অনুযায়ী ব্যয়ের পুনঃ উপযোজন না করে বরাদ্দহীন কোডে অর্থ খরচ ।
- কন্টিনজেন্সী খাতের অর্থ ব্যয়ে অনিয়ম ।
- সাংগঠনিক কাঠামোর অতিরিক্ত লোকবল নিয়োজিত রাখার প্রবণতা ।
- সম্পাদিত কাজে দক্ষতার ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের অংশ গ্রহণের হার নিশ্চিত না করা ।
- সরকারি অর্থ বোর্ডের হিসাবে ধরে রাখার প্রবণতা ।
- বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত না করেই খরচ করার প্রবণতা ।
- প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার অফিসের হিসাবের সাথে সংশ্লিষ্ট অফিসের হিসাবের সংহতি সাধনে অনাগ্রহ ।

অডিটের সুপারিশঃ

আলোচ্য নিরীক্ষা মন্তব্যের আলোকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিরীক্ষার সুপারিশ নিম্নরূপঃ

১. বাজেট প্রণয়ন ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ঃ

- মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্যের বিপরীতে প্রতিটি দপ্তর, সংস্থার জন্য নির্ধারিত কর্মসূচী এবং লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বছর ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা প্রয়োজন যাতে প্রতিটি দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন করা যায় ।
- মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোতে বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক কার্যকরভাবে তত্ত্বাবধান করা আবশ্যক ।
- মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোতে বর্ণিত লক্ষ্যসমূহ অর্জিত হচ্ছে কিনা তা মূল্যায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের সুস্পষ্ট প্রতিবেদন প্রাপ্তি ব্যবস্থা, শক্তিশালী তত্ত্বাবধান এবং পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা প্রয়োজন ।
- প্রতিটি সংস্থার নিজস্ব আয়ের প্রাক্কলন প্রদর্শনসহ মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর নীতিমালার আলোকে বাজেট প্রাক্কলন প্রণয়ন করা প্রয়োজন ।

২. রাজস্ব সংগ্রহ ঃ

- বাজেট সার্কুলার-১ এর অনুচ্ছেদ ৫.২(৬) অনুসারে রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে মন্ত্রণালয়ের বাজেট প্রাক্কলন প্রণয়ন করা প্রয়োজন ।
- স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার সম্ভাব্য নিজস্ব আয় এবং পূর্ববর্তী বছরের উদ্বৃত্তকে বাদ দিয়ে ব্যয় সীমা নির্ধারণ করা প্রয়োজন ।
- রাজস্ব সংগ্রহের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য রাজস্ব আদায়ের প্রতি আরো মনোযোগ দিয়ে নিবিড় তদারকির বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন ।

৩. সাহায্য ও মঞ্জুরীঃ

- স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহ কর্তৃক মন্ত্রণালয়ের নিকট সাহায্য মঞ্জুরী চাহিদার ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব সম্পদের আলোকে প্রকৃত চাহিদা নিরূপণ করা প্রয়োজন ।
- সরকার কর্তৃক ভিন্নরূপ আদেশ জারী না হওয়া পর্যন্ত যে উদ্দেশ্যে সাহায্য মঞ্জুরী দেয়া হয় সেই উদ্দেশ্যেই তা ব্যয় করা প্রয়োজন ।
- জেনারেল ফিনান্সিয়াল রুলস এর ২০৯ বিধি অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বরাদ্দকৃত সাহায্য মঞ্জুরীর যতটুকু অব্যয়িত থাকবে ততটুকু যথাযথভাবে সরকারি কোষাগারে ফেরত প্রদান করা প্রয়োজন ।

৪. মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোঃ

- মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোতে বর্ণিত লক্ষ্য/উদ্দেশ্যসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়, দপ্তর, সংস্থা এবং স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার এবং বিশেষ করে প্রকল্পের কার্যক্রমের তদারকি এবং পরিবীক্ষণ জোরদার করা প্রয়োজন ।
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প কার্যক্রমের জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন ।

৫. তহবিলের ব্যবহার এবং অনুসরণীয় বিধি-বিধানঃ

- যে উদ্দেশ্যে সাহায্য মঞ্জুরী দেয়া হয় সেই উদ্দেশ্যেই তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যয় করা প্রয়োজন ।
- অর্থ ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত প্রতিবেদনের স্বচ্ছতা, শুদ্ধতা ও সময়োপযোগিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন
- অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আর্থিক বিধি-বিধানসমূহ পরিপালনের বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন ।

৬. আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়নঃ

- যথাযথ, নির্ভুল ও প্রাসঙ্গিক তথ্যের আলোকে আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা প্রয়োজন ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

Abbreviation & Glossary

Abbreviation	***Elaboration***
MTBF	*Medium Term Budgetary Frame work*
Int.	*International*
CAO	*Chief Accounts Officer*
CC Block	*Cement and Concrete Block*
Ent.	*Enterprize*
কিমি	*কিলোমিটার*
কিউম	*কিউবিক মিটার*
লিঃ	*লিমিটেড*
কোং	*কোম্পানী*
প ও র বিভাগ	*পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ*
পাসম	*পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়*
BRE	*Brammaputra River Embankment*
LCS	*Landless Contracting Society*

১. বাজেট এবং রিপোর্টিং সিস্টেম

অনুচ্ছেদ ১.১

শিরোনাম ঃ বাজেটে বরাদ্দকৃত **১৪৫১.৪৯ কোটি টাকার মধ্যে ২০৯.৩৩ কোটি টাকা অব্যয়িত ।**

বিবরণঃ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে উন্নয়ন এবং অনুন্নয়ন খাতে মোট বাজেট বরাদ্দ ছিল ১৪৫১.৪৯ কোটি টাকা এবং মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ১২৪২.১৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ ২০৯.৩৩ কোটি টাকা অব্যয়িত রয়েছে। অন্যদিকে সিএও/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এর হিসাব মতে মোট ব্যয় ১৩৬৮.৫৭ কোটি টাকা। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং সিএও/ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ব্যয়ের হিসাবের পার্থক্য ১২৬.৪১ কোটি টাকা। সিএও কর্তৃক হিসাবভুক্ত ১২৬.৪১ কোটি টাকা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ব্যয় নয় মর্মে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। মন্ত্রণালয়ের হিসাব হতে দেখা যায় যে, বাজেটের তুলনায় প্রকৃত ব্যয় কম হয়েছে ১৪.৪২% । মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহে সরকারের সীমিত সম্পদ অব্যবহৃত ছিল যা সরকারের অন্যান্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেত (**পরিশিষ্ট-১**) ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

প্রয়োজন মাফিক বাজেট প্রণয়নের প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি বিরূপ পরিস্থিতিতে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হয়। তাই প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় অনেক ক্ষেত্রে যথাসময়ে কাজ আরম্ভ ও শেষ করা যায় না, ফলে বাজেট সম্পূর্ণরূপে ব্যয় করা সম্ভব হয়না এবং বরাদ্দ অব্যয়িত রয়ে যায়।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

এমটিবিএফ পদ্ধতিতে বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পক্ষসমূহের মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয়ের অভাবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজনমাফিক বাজেট প্রণয়ন বাধাগ্রস্থ হয়েছে, ফলশ্রুতিতে মোটা অংকের টাকা অব্যয়িত থেকে যায়। এমতাবস্থায়, সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রয়োজন অনুসারে বরাদ্দ দেওয়া সম্ভব হয়নি। এছাড়া অব্যয়িত টাকা যথাসময়ে সমর্পণ না করায় এ অর্থ অব্যয়িত থাকে। এ ধরণের কার্যক্রম জিএফআর-২০৯ এর পরিপন্থী এবং তা বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচায়ক নয়। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজনমাফিক বাজেট প্রণয়ন ও দক্ষতার সাথে তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ১.২

শিরোনামঃ উন্নয়ন বাজেট হতে ছাড়কৃত ৮৫৬.৩১ কোটি টাকার মধ্যে ১১৪.৯২ কোটি টাকা খরচ হয়নি।

বিবরণঃ

২০০৭-০৮ অর্থ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক উন্নয়ন বাজেট ছাড় করা হয়েছে মোট ৮৫৬.৩১ কোটি টাকা এবং ব্যয় হযেছে ৭৪১.৩৯ কোটি টাকা। ছাড়কৃত অব্যয়িত অর্থ ব্যাংকে অলসভাবে ফেলে রাখায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। এটা জিএফআর-২০৯ এর পরিপন্থী অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে অর্থ ছাড় করা হয়েছে সে উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করতে হবে। নতুবা এ অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে যথারীতি জমা প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি (**পরিশিষ্ট-২**)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি বিরূপ পরিস্থিতিতে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হয়। তাই প্রকল্প বাস্ বায়নের সময় অনেক ক্ষেত্রে যথাসময়ে কাজ আরম্ভ ও শেষ করা যায় না, ফলে বাজেট সম্পূর্ণরূপে ব্যয় করা সম্ভব হয়না এবং বরাদ্দ অব্যয়িত রয়ে যায়। তাছাড়া, সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দের বিপরীতে অর্থছাড় করা হয়েছে এবং অব্যয়িত অর্থ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে ১ম হতে ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড় করতে হয়। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা না করেই বিভিন্ন প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ ছাড়ের জন্য এতো টাকা অব্যয়িত থেকে যায় বলে অডিট মনে করে। পরবর্তীতে অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে অর্থ ছাড়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজনমাফিক বাজেট প্রণয়ন ও সময়মত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা করে যথাসময়ে অর্থ ছাড় করে তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ১.৩

শিরোনামঃ অবাস্তব রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অপর্যাপ্ত রাজস্ব সংগ্রহ এবং ছাড়কৃত অব্যয়িত অর্থ রাজস্ব আয় হিসেবে প্রদর্শন।

বিবরণঃ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ২০০৬-০৭ এবং ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় খুবই অপ্রতুল। ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৩.৫১ কোটি টাকা এবং পরবর্তী ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে ২০.৭১ কোটি টাকা যা আগের বছরের প্রকৃত প্রাপ্তির তুলনায় ৯ ভাগের এক ভাগ এর চেয়েও কম। ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৯৫.৫৩ কোটি টাকা যা মূল বাজেটের প্রায় ৫ গুণ বেশী। ছাড়কৃত অর্থ যা খরচ হয় না তা বছর শেষে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার কথা এবং তা কোনভাবেই সরকারের আয় হিসেবে পরিগণিত হতে পারেনা। অতত্রব এটি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে বিবেচিত নয়। এছাড়া লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের প্রক্রিয়া বাস্তবসম্মত নয়।

কোটি টাকা

অর্থ বছর	মূল লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রাপ্ত আয়	ছাড়কৃত অব্যয়িত অর্থ জমা	অন্যান্য উৎস থেকে প্রকৃত আয়
২০০৬-০৭	৪৩.৫১	৪৩.৫১	১৯৭.১০	১৯৪.৯১	২.১৯
২০০৭-০৮	২০.৭০	৯৫.৩৩	১২২.৮৪	১২১.৯৩	০.৯০

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তব সম্মত হওয়া প্রয়োজন।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

দায়িত্বশীলতার সাথে বাস্তবভিত্তিক রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে তা আদায় নিশ্চিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ২ ঃ MTBF এর কৌশলগত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা।

অনুচ্ছেদ ২.১

শিরোনাম ঃ কর্মসূচি/কর্মকৃতি নির্দেশনা ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে অসংগতি।

বিবরণঃ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে মধ্য মেয়াদী উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ব্যয়ের অগ্রাধিকার খাত নির্ধারণ করতঃ MTBF বইতে ১৫ টি মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে। ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের MTBF বাজেট বইতে প্রদর্শিত মূল লক্ষ্যমাত্রা পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট বইতে পরিবর্তন করা হয়েছে এবং তা সংশোধনও করা হয়েছে। প্রকৃত অর্জনে দেখা যায় যে, ৫টি ক্ষেত্রের অর্জন পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্যহীন। **পরিশিষ্ট-৩** এ Key Performance Indicator (KPI) এর লক্ষ্য ও প্রকৃত অর্জনের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্যের (Medium Term Strategic Objective) অংশ হিসেবে মন্ত্রণালয় ৭টি খাত চিহ্নিত করে ব্যয়ের অগ্রাধিকার ক্ষেত্র নির্ধারণ করেছিল। কিন্তু ৩নং খাত অর্থাৎ দারিদ্র বিমোচন এবং নারী উন্নয়নের বিপরীতে কোন বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়নি। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট প্রস্তাবনায় নিম্নোক্ত প্রকৃত অর্জন প্রদর্শন করেছে।

- ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের মূল বাজেট বইতে প্রদর্শিত ২০,০০০ হেক্টর এলাকায় সেচ কার্য সম্প্রসারণের বিপরীতে অর্জন হয়েছে ১০,০০০ হেক্টর।
- বন্যামুক্ত ও পানি নিষ্কাশন বাবদ অর্জন দেখানো হয়েছে ২৯,০০০ হেক্টর যার বিপরীতে কোন লক্ষ্য নির্ধারিত ছিলনা।
- ১৫২০ লাখ হেক্টর জমিতে লবণাক্ততা রোধ করা হয়েছে যার বিপরীতে কোন লক্ষ্য ছিলনা।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগাম সতর্ক বার্তার উন্নয়ন ৩ দিন যার বিপরীতে কোন পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য ছিলনা।
- ২০ লক্ষ নারী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন সাধন যার বিপরীতে কোন লক্ষ্য ছিল না।
- ছোট-বড় শহর-বন্দর, হাট-বাজার ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষার প্রকৃত অর্জন ২০ টি, পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য ছিলনা।
- পানি সম্পদ ও সংশ্লিষ্ট সম্পদে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ১২৮০ জন, যার লক্ষ্যমাত্রা আছে পরের অর্থ বছরে।
- পানি উন্নয়ন বোর্ড তাদের আর্থিক অগ্রগতি শতকরা হিসেবে প্রদর্শন করেছে এবং খরচের শতকরা হারই বাস্তব অগ্রগতি হিসেবে দেখিয়েছে। অনেক সময় তারা বকেয়া পরিশোধকে আর্থিক অগ্রগতি হিসেবে গণ্য করেছে যা প্রকৃত আর্থিক অগ্রগতি নয়। লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং প্রকৃত অর্জন পরিমাপ করতে

বিভিন্ন অসামঞ্জস্যতা লক্ষ্য করা গেছে। যদিও মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ সংস্থাসমূহ পরিমাণগত ভাবে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে থাকে, কিন্তু নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা দু'বার পরিবর্তন করা হয়েছে (২০০৭-০৮ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের বইতে তা পরিবর্তন এবং সংশোধন করা হয়েছে) যা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের প্রক্রিয়ার একটি বড় দুর্বলতা। অধিকন্তু নিরীক্ষার সময় পর্যন্ত প্রকৃত অর্জন নির্ণয় করা হয়নি। MTBF প্রক্রিয়ায় বাস্তবসম্মত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের সাথে যোগসূত্রের মাধ্যমে তা প্রতিপালন করা অতীব জরুরী অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে বাপাউবো এর মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো প্রণয়ন করা হয়। বাজেট কাঠামোর প্রথম ভাগে ফরম-১ এ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা ৭টি খাতে নির্ধারণ ও অর্জন দেখানো হয়েছে। উক্ত খাত বা নির্দেশকসমূহ দ্বারা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মূল কার্যক্রম প্রতিফলন করা হয়েছে। উক্ত ৭টি খাতে বিগত বছরের অর্জন, বর্তমান বছরের লক্ষ্যমাত্রা, সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ও মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা দেখানো হয়। উক্ত খাত সমূহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ১৪ টি খাতের কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়। যা অর্জিত হলেই পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় পরিকল্পিত সেচ এলাকা বৃদ্ধির জন্য (ফরম-১ অনুসারে) ১৪টি অগ্রাধিকার খাত/কর্মসূচির আওতাধীন সেচ খাল খনন/পুনঃখনন কাজের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। মধ্যমেয়াদী বাজেট বই এ উক্ত ৭টি খাতে যেমন অর্জন দেখানো হয়েছে তেমন ১৪টি খাতেও অর্জন ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে MTBF এর মূল উদ্দেশ্য ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধির সাথে সমন্বয় ঘটিয়ে দারিদ্র বিমোচন ও অন্যান্য নিয়ামকসমূহের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

পরবর্তীতে মাঠ পর্যায়ের অফিসকে সম্পৃক্ত করে বাস্তবসম্মত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় দায়িত্বশীলতার সাথে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচী/কর্মকৃতি চিহ্নিতকরন পূর্বক ব্যয় খাত নির্ধারণ করে তা সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ২.২

শিরোনামঃ লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রকৃত অগ্রগতি খুবই নগণ্য, ফলে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি। অপরদিকে প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যর্থতার জন্য সম্পাদিত সমুদয় কাজ হুমকীর সম্মুখীন। জড়িত অর্থ ২২৬২.৭৭ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২টি কার্যালয়ের ২০০৭-০৮ সনের হিসাব ১৬-১১-২০০৮ হতে ২৮-০১-২০০৯ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে ২টি প্রকল্পের পিপি, সংশোধিত পিপি ও অগ্রগতির প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়-

প্রকল্পসমূহে প্রত্যাশিত অগ্রগতি অর্জিত হয়নি, অপরদিকে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ও যথাসময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছে। যা নিম্নরূপঃ

ক্র নং	নিরীক্ষিত দপ্তরের নাম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার তারিখ	অর্জন/অগ্রগতি	মন্তব্য	জড়িত টাকা (লক্ষ টাকায়)
১	**পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, সিলেট**	**আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (৭১৭০), সিলেট**	**২০০১-০২ হতে ২০০৫-০৬ পর্যন্ত সংশোধিত তারিখ ৩০-০৬-২০১০**	**৩০-০৬-০৮ তারিখে অর্জন মাত্র ১৩.৮৭%**	**মূল ব্যয় ধরা হয়েছে ১১১.০৭ কোটি টাকা এবং সংশোধিত ব্যয় ১৩২.৬০ কোটি টাকা, ফলে অতিরিক্ত ব্যয় ২১.৫৩ কোটি টাকা এবং ব্যয় বৃদ্ধির হার ১৯.৩৯%।**	২১৫৩.৭৭
২	**পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, ফেনী**	**শুক্কুরের হাট রক্ষা প্রকল্প (৫০৩০), ফেনী**	**সমাপ্তির তারিখ ৩০-০৬-০৮**	**বিভিন্ন প্যাকেজে ৫৬.৬৩% থেকে ৮১.৮৬% পর্যন্ত**	**প্রকল্প শেষ হওয়ার তারিখ ৩০-০৬-০৮, কিন্তু প্রকল্পের কাজ শেষ না হওয়ার দরুন ব্যয়িত অর্থ হতে কোন সুবিধা পাওয়া যায়নি। অপরদিকে ডিজাইন, প্রাক্কলন ও চুক্তিপত্র মোতাবেক কাজ না করায় সম্পাদিত সমুদয় কাজের অস্তিত্ব খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ও অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে। এক্ষেত্রে অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ১.০৯ কোটি টাকা (পরিশিষ্ট-৪)।**	১০৯.০০
					মোট	২২৬২.৭৭

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, সিলেট ঃ পিপিতে আরপিএ সংস্থান রেখে প্রকল্প অনুমোদন করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে দাতা সংস্থা না পাওয়ায় সম্পূর্ণ জিওবি অর্থে বাস্তবায়নের জন্য পিপি সংশোধন করা হয়। ফলশ্রুতিতে প্রত্যাশিত অগ্রগতি সম্ভব হয়নি।

পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, ফেনী ঃ নদী তীর সংরক্ষণসহ আনুষঙ্গিক নির্মাণ কাজের সময়ে অবিরাম বর্ষণ, পাহাড়ী ঢল এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সমুদয় কাজ সম্পাদিত না হওয়ায় অবশিষ্ট ডাম্পিং ব্লক নির্মাণ ও স্থাপন বাবদ ১,০৯,১৮,৮২০ টাকা অব্যয়িত থেকে যায়। সমুদয় ডাম্পিং ব্লক নির্মাণসহ প্রকল্পের কাজ সম্পাদনে সময়সীমা বাড়ানোর প্রস্তাব গৃহীত না হওয়ায় ৩০ জুন, ২০০৮ প্রকল্পের কার্যক্রমও শেষ হয়ে যায়। প্রকল্পের কাজের স্বার্থে কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী ডিজাইন মোতাবেক অবশিষ্ট ডাম্পিং ব্লক নির্মাণ ও স্থাপনের কাজ ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে সম্পাদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

সিলেটঃ দাতা সংস্থার নিশ্চয়তা না পেয়ে আরপিএ এর সংস্থান রেখে পিপি প্রণয়ন ও অনুমোদন করা যথাযথ হয়নি। তাছাড়া জিওবি অর্থে বাস্তবায়নের জন্য পিপি সংশোধনের পরও প্রত্যাশিত অগ্রগতির তুলনায় খুবই নগণ্য অগ্রগতি হয়েছে। এক্ষেত্রে একদিকে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। অপরদিকে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

ফেনীঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। ডিজাইন মোতাবেক কাজ সম্পাদনে ব্যর্থ হওয়ায় সম্পাদিত সমুদয় কাজ হুমকীর সম্মুখীন।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

প্রত্যাশিত অগ্রগতির তুলনায় খুবই নগণ্য অগ্রগতি হওয়ায় প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি এবং ডিজাইন মোতাবেক কাজ সম্পাদনে ব্যর্থতার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৩. কমপৰ্ায়েন্স ইস্যু

মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন

অনুচ্ছেদ ৩.১

শিরোনাম ঃ দরপত্র মূল্যায়ন রিপোর্ট অনুমোদন বা গ্রহণ ছাড়াই ৪,৪০,৪৪,২৯৫.০০ টাকায় চুক্তিপত্র সম্পাদন পূর্বক চূড়ান্ত বিল পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, পাউবো, বগুড়া কার্যালয়ের ২০০৭-০৮ সনের হিসাব ০৭-০২-২০০৯ খ্রিঃ হতে ১৭-০২-২০০৯ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে ৫৫ টি কাজের দরপত্র মূল্যায়ন রিপোর্ট, চুক্তিপত্র, কার্যাদেশ ও বিল ভাউচারসমূহ যাচাই করা হয়। যাচাইকালে দেখা যায়-
- দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর স্বাক্ষর এবং অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রধান প্রকৌশলীর অনুমোদন ছাড়াই নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক দরপত্র গ্রহণ ও ৪,৪০,৪৪,২৯৫.০০ টাকায় চুক্তিপত্র সম্পাদনপূর্বক চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট-৫)**।
- এক্ষেত্রে সকল কাজ জরুরী ভিত্তিতে সম্পাদন দেখানো হয়েছে, যা সনাক্তযোগ্য না হওয়ায় অডিট কর্তৃক এর বাস্তবতা ও সঠিকতা যাচাই করা যায়নি।
- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি-২০০৫ এর সি-৩ (এইচ) অনুযায়ী ডিপিএম এর মাধ্যমে সম্পাদিত কাজের দরপত্র রাজস্ব খাতে নির্বাহী প্রকৌশলী ১.০০ লক্ষ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ৫.০০ লক্ষ, প্রধান প্রকৌশলী ১০.০০ লক্ষ, এডিজি ১৫.০০ লক্ষ ও ডিজি ৩০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অনুমোদন করতে পারেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে উক্ত আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি অনুসরণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন ও চুক্তিপত্র পর্যালোচনান্তে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

দরপত্র মূল্যায়ন ও অনুমোদন ছাড়া নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক চুক্তিপত্র সম্পাদন ও কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা আর্থিক ক্ষমতার পরিপন্থী যা নির্বাহী প্রকৌশলীর ব্যক্তিগত দায় হিসাবে বিবেচিত।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

অনিয়মিত কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিশোধিত অর্থ নির্বাহী প্রকৌশলী ও দায়ী অন্যান্য ব্যক্তির নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ৩.২

শিরোনামঃ মেরামত ও সংরক্ষণ কাজে অতিরিক্ত ব্যয় ৩.৩৩ কোটি টাকা।

বিবরণঃ

- পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিম্নলিখিত নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের ২০০৭-০৮ সনের হিসাব ১৯-০২-২০০৯ খ্রিঃ হতে ১০-০৩-২০০৯ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে দরপত্র, দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন, টেন্ডার ও কার্যাদেশসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে অফিসের নামের পাশে বর্ণিত কারণে অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে যা জড়িত ব্যক্তিদের নিকট থেকে আদায়যোগ্যঃ

ক্রম	অফিসের নাম	জড়িত অর্থ (লক্ষ টাকা)	অতিরিক্ত ব্যয়ের কারণ
১	নির্বাহী প্রকৌশলী, সিরাজগঞ্জ	২৫৪.৫৭	১৬টি প্যাকেজের মধ্যে চারটি দরপত্র উর্ধদরে গ্রহণ করা হয়েছে। ২টি প্যাকেজ নিম্নদরে গ্রহণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১০টি প্যাকেজ উর্ধদর হওয়ায় পুনঃদরপত্র আহ্বান করা হয় এবং দ্বিতীয় দরপত্রে নিম্নদর পাওয়া যায়। যে চারটি দরপত্র পুনঃ আহ্বান করা হয়নি তা উচ্চদরে প্রদান করায় সরকারের ২৫৪.৫৭ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে। **(পরিশিষ্ট ৬)**
২	নির্বাহী প্রকৌশলী, বগুড়া	২৪.৯৭	বিআরই প্রকল্পের বিকল্প বাঁধ নির্মাণ কাজে carried earth বাদ দিয়ে ২০৩৭৯৬.১৫ ঘন মিটার মাটির কাজের মূল্যের বিপরীতে ২৫৯৫৫৬.১৫ ঘন মিটার মাটির কাজের বিল পরিশোধ করায় ২৪.৯৭ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে। **(পরিশিষ্ট ৭)**
৩	নির্বাহী প্রকৌশলী, সিলেট	৩৬.৪৭	নদী তীর রক্ষা কাজে পুরাতন হার্ড স্টোন বোল্ডার উত্তোলন এবং তা পুনরায় একই স্থানে ডাম্পিং করায় শ্রমিক মজুরী বাবদ অপচয় করা হয়েছে। **(পরিশিষ্ট ৮)**
৪	নির্বাহী প্রকৌশলী, ভোলা ১ ও ২	১৭.১১	টেন্ডার আইটেমের অতিরিক্ত কাজের মূল্যের জন্য চুক্তিপত্রের চেয়ে অতিরিক্ত দরে পরিশোধ করায় অতিরিক্ত ব্যয়। **(পরিশিষ্ট ৯)**
	মোট	৩৩৩.১২	

- জিএফআর বিধি ১০ অনুযায়ী সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে নিজের অর্থ বিবেচনায় ব্যয় করা আবশ্যক। কিন্তু এক্ষেত্রে উক্ত আর্থিক বিধি অনুসৃত হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

১. **সিরাজগঞ্জঃ** বর্ণিত কাজগুলো উর্ধ্বদরে অ্যাওয়ার্ড করা হয়েছে। ২০০৫ সনে প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে এবং কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে ২০০৮ সনে। ২০০৫ ও ২০০৮ সনের বগুড়া সার্কেলের

সিডিউল অব রেইটস এর পার্থক্য ১০% বেশী। ফলে বাহ্যিকভাবে প্রাক্কলনের তুলনায় ঊর্ধ্বদর হলেও চলতি সিডিউল রেটের তুলনায় নিম্নদর ছিল যা টিইসি কর্তৃক গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়েছে।

২. বগুড়াঃ এমবি, বিল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনাপূর্বক জবাব প্রদান করা হবে।

৩. সিলেটঃ ডিজাইন মোতাবেক স্লোপ তৈরীর জন্য ভাঙ্গন কবলিত স্লোপ থেকে পুরাতন বোল্ডারগুলো উত্তোলন করে স্ট্যাক দেয়া হয়। পরবর্তীতে মেজারমেন্ট নিয়ে পুনরায় ডাম্পিং করা হয়েছে। এতে উত্তোলন ও ডাম্পিং এর শ্রমিক মজুরী বাবদ বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

৪. ভোলা ১ঃ নথিপত্র পর্যালোচনাপূর্বক পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

ভোলা-২ঃ দরপত্র তফসীলে বর্ণিত কাজ বাস্তবায়নের সময় কতিপয় আইটেমের কাজ করার জরুরী প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যা এপেনডিক্স এবং ঠিকাদারদের সম্মতি নিয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে সংশোধিত কার্যাদেশ দেয়া হয়। এপেনডিক্স এ বর্ণিত কাজগুলো দরপত্রের দরে ঠিকাদারদের সম্মতি না থাকায় প্রকল্পের স্বার্থে তা ঊর্ধ্বদরে অনুমোদন নিয়ে করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

১. সিরাজগঞ্জঃ অন্য প্যাকেজগুলো ঊর্ধ্ব দর হওয়ার কারণে পুনঃ দরপত্র আহবান করা হয়েছে তাই এক্ষেত্রে আলোচ্য চারটি প্যাকেজের ঊর্ধ্বদরে কার্যাদেশ দেয়ায় সরকারি অর্থের ক্ষতি হয়েছে।

২. বগুড়াঃ অতিরিক্ত পরিশোধিত অর্থ আদায়যোগ্য।

৩. সিলেটঃ প্রকল্পের উদ্দেশ্য নদী তীর সংরক্ষণ, নদী তীরের সৌন্দর্য বর্ধন নয়। স্লোপ তৈরির জন্য সিসি ব্লক প্লেসিং করা প্রয়োজন, অথচ এক্ষেত্রে জবাব মোতাবেক স্লোপ তৈরির জন্য বোল্ডার উত্তোলন ও ডাম্পিং করা হয়েছে যা গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে স্লোপ হতে পুরাতন বোল্ডার উত্তোলন না করে ঐ স্থানে শুধুমাত্র অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় বোল্ডার ডাম্পিং এর মাধ্যমে নদীতীর সংরক্ষণ করা যেত। অর্থাৎ পুরাতন বোল্ডার উত্তোলন ও একই স্থানে তা ডাম্পিং এর মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।

৪. ভোলা-১ ঃ অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

ভোলা ২ঃ টেন্ডার/চুক্তিবদ্ধ আইটেমের বিপরীতে অতিরিক্ত কাজের মূল্য চুক্তিমূল্যে সম্পাদনের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধযোগ্য। এক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ আইটেমের অতিরিক্ত কাজ চুক্তিমূল্য/দরপত্রের দরে সম্পাদনে ঠিকাদারের অসম্মতি থাকার কোন কারণ নেই। এক্ষেত্রে আলোচ্য অতিরিক্ত কাজ একই ঠিকাদারের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়েছে। অথচ আলোচ্য অতিরিক্ত কাজ চুক্তিমূল্যের অতিরিক্ত দরে সম্পাদন ও সে মোতাবেক অর্থ পরিশোধ করায় সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে অতিরিক্ত পরিশোধিত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ৩.৩

শিরোনামঃ দু' বছর সময় ব্যবধানে ভূমি অধিগ্রহণ মূল্য ৪৯৩.২০% বৃদ্ধি পাওয়ায় অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ।

বিবরণঃ

নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, সিরাজগঞ্জ অফিসের ২০০৭-০৮ সনের হিসাব ১৯-০২-২০০৯ খ্রিঃ হতে ১০-০৩-২০০৯ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে যমুনা নদীর ভাংগন হতে শৈলাবাড়ী ও পার্শ্ববর্তী এলাকা রক্ষা প্রকল্পের পিপি, সংশোধিত পিপি ও বিল ভাউচার পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়-

- শৈলাবাড়ী রক্ষা প্রকল্পে ৩৭ হেকটর জমি ১.৮৫২০ কোটি টাকার বিনিময়ে ক্রয়ের লক্ষ্যে পিপি অনুমোদন হলেও ৭ কোটি টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে। সংশোধিত পিপিতে ৪১.১১ হেক্টর জমি ১২.১৯৩৪ কোটি টাকার বিনিময়ে অধিগ্রহণের কথা রয়েছে। নদী ভাঙ্গন কবলিত স্থানে জমির মূল্য বৃদ্ধি হার অস্বাভাবিক হওয়ার কথা নয়। অথচ এক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়েছে প্রতি হেক্টরে ৫ লক্ষ টাকা থেকে ২৯.৬৬ লক্ষ টাকা।
- মূল পিপি ২০০৫-০৬ সালে প্রস্তুত হলেও তা ২০০৬-০৭ সালে অনুমোদন করা হয়েছে এবং সংশোধিত পিপি ২০০৮-০৯ অনুমোদিত হয়। দু' বছরের ব্যবধানে জমি অধিগ্রহণ মূল্য ৪৯৩.২০% বৃদ্ধি পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া, ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে জমি অধিগ্রহণ বাবদ ১.৮৫২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় করা হয়েছে ৮.৮৫২০ লক্ষ টাকা। পক্ষান্তরে অগ্রগতি প্রতিবেদনে আর্থিক অগ্রগতিতে ১.৮৫২০ কোটি টাকা পরিশোধ দেখানো হয়েছে, অথচ প্রকৃত পরিশোধ ৮.৮৫২০ কোটি টাকা। অর্থাৎ বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয় ৭ কোটি টাকা।
- সিপিডব্লিউএ কোডের ৩২(এ) ও ৩৯ নম্বর অনুচ্ছেদ মোতাবেক বরাদ্দ ছাড়া অর্থ ব্যয় করা যায় না। কিন্তু এক্ষেত্রে উক্ত কোডাল বিধি অনুসরণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

ডিপিপি প্রণয়ন হয় ২০০৫ সনে ও অনুমোদন হয় ২০০৭ সনে এবং কাজ শুরু হয় ২০০৮ সনে। অনুমোদিত ডিপিপিতে ৩৭ হেক্টরের জন্য ১৮৫.২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। বাস্তব কাজের জন্য ৪১.১১ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হয়, যা জেলা প্রশাসকের প্রাক্কলন অনুযায়ী অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন। বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ জরুরী হওয়ায় ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ ২০০৭-০৮ সনে অতিরিক্ত ৭০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। ইতোমধ্যে ৪১.১১ হেক্টর জমি অধিগ্রহণের সংস্থান রেখে প্রথম সংশোধিত ডিপিপি ৩১-৭-০৮ তারিখে অনুমোদন করা হয়েছে। সে মোতাবেক ২০০৭-০৮ সনে অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থ ২০০৮-০৯ সনে সমন্বয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

সংশোধিত ডিপিপি'তে জমির অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির কারণ উল্লেখ করা হয়নি। তাছাড়া নদী ভাঙ্গন কবলিত স্থানে জমির মূল্য ২-৩ বৎসরের ব্যবধানে ৪৯৩.২০% বৃদ্ধি পাওয়া গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি, ফলে বিষয়টি তদন্ত/যাচাই করা প্রয়োজন। তাছাড়া বরাদ্দের অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করা আর্থিক বিধি বিধান লঙ্ঘন ও আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

জমির মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি দেখিয়ে অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ এবং বরাদ্দের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ৩.৪

শিরোনামঃ এপেনডিক্স II এর মাধ্যমে প্রশাসনিক অনুমোদন ছাড়াই ডিপিএম এর মাধ্যমে সম্পাদিত কাজের বিপরীতে ঠিকাদারকে ১০,৯৭,৭৪,৫৯৬ টাকা পরিশোধ।

বিবরণঃ

- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৩টি কার্যালয়ের ২০০৭-০৮ সনের হিসাব ০৭-০২-২০০৯ খ্রিঃ হতে ১০-০৩-২০০৯ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে ডিপিএম এর মাধ্যমে সম্পাদিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজের রেজিষ্টার, সংশ্লিষ্ট নথি এবং বিল ভাউচারসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়-
- এপেনডিক্স-II এর মাধ্যমে অতিরিক্ত মহাপরিচালক বা মহাপরিচালক এর কোন প্রকার প্রশাসনিক অনুমোদন ছাড়াই ডিপিএম এর মাধ্যমে কার্য সম্পাদন এবং সম্পাদিত কাজের মূল্য বাবদ মোট ১০,৯৭,৭৪,৫৯৬ টাকা ঠিকাদারগণকে চূড়ান্ত বিল হিসাবে পরিশোধ করা হয়েছে যা নিম্নরূপঃ

নিরীক্ষিত দপ্তরের নাম	প্যাকেজ সংখ্যা	পরিশোধিত টাকা	পরিশিষ্ট
পওর বিভাগ, বগুড়া	৮৯	৫,৩৫,০১,০৬৯	১০
পওর বিভাগ, সিরাজগঞ্জ	১০৬	৪,৭৫,১৭,৫২৭	১১
বিআরই (বিশেষায়িত) পওর বিভাগ, সিরাজগঞ্জ	৩১	৮৭,৫৬,০০০	১২
মোট		১০,৯৭,৭৪,৫৯৬	

- উল্লেখ্য, আলোচ্য কাজসমূহ একই সময়ে একই অবস্থানে খন্ড খন্ড করে সম্পাদন করা হয়েছে। আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য একটি নির্দিষ্ট কাজকে খন্ড খন্ড করে একই ঠিকাদারের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে, যা ক্ষেত্র বিশেষে মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড এর অনুমোদন ক্ষমতার মধ্যে নেই।
- তাছাড়া, সম্পাদিত কাজের বিপরীতে বোর্ড কর্তৃক গঠিত মূল্য নিরূপণ কমিটির মাধ্যমে নিরূপিত মূল্যের প্রত্যয়ন পত্র (প্রতিটি কাজ বা প্যাকেজ ভিত্তিতে) আবশ্যক হলেও তা পাওয়া যায়নি।
- পানি উন্নয়ন বোর্ডের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ নীতিমালা-২০০৫ এর A-3(h) অনুযায়ী ডিপিএম এর মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করতে হলে এপেনডিক্স-II প্রোফরমায় প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণ করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে রাজস্ব খাতে শুধুমাত্র এডিজি ১০.০০ লক্ষ ও ডিজি ৩০.০০ লক্ষ টাকার অনুমোদন দিতে পারেন।
- এক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- এপেনডিক্স-II অনুমোদনের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- বোর্ড কর্তৃক গঠিত মূল্য নিরূপণ কমিটির প্রতিবেদন মোতাবেক এপেনডিক্স-II প্রণয়ন না করায় তা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন করা হয়নি। অপরদিকে এপেনডিক্স-II অনুমোদন ছাড়া অর্থ পরিশোধের কোন সুযোগ নেই। কারণ প্যাকেজওয়ারী/গ্রুপওয়ারী অনুমোদিত এপেনডিক্স এর মূল্যের ভিত্তিতে অর্থ পরিশোধযোগ্য। অথচ এক্ষেত্রে সমুদয় অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- এপেনডিক্স-II অনুমোদন ছাড়া অর্থ পরিশোধের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে পরিশোধিত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ৩.৫

শিরোনামঃ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন এবং পিপিআর এর সংগ্রহ পদ্ধতি এড়ানোর উদ্দেশ্যে একই কাজকে খন্ড খন্ড অংশে বিভক্ত করতঃ ৮৩.২৪ কোটি টাকার চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৫টি কার্যালয়ের ২০০৭-০৮ সনের হিসাব ২৬-১১-২০০৮খ্রিঃ হতে ১০-০৩-২০০৯খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন কাজের প্রাক্কলন, দরপত্র, চুক্তিপত্র, বিল ভাউচার পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়-

একই কাজকে খন্ড খন্ড অংশে বিভক্ত করতঃ দরপত্র আহবান ও মূল্যায়ন এবং ডিপিএম এর মাধ্যমে ঠিকাদার নির্বাচন করে মোট ৮৩.২৪ কোটি টাকার চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করা হয়। কিন্তু পিপিআর-২০০৩ এর প্রবিধান ১৬(৫)-এ উল্লেখ রয়েছে যে, কোন নির্দিষ্ট পরিমাণের পণ্য, কার্য বা সেবার সংগ্রহ প্যাকেজসমূহ এই প্রবিধান মালায় বিধৃত সংগ্রহ পদ্ধতি বা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণের আবশ্যকতা এড়ানোর উদ্দেশ্যে খন্ডিত করা যাবে না। কিন্তু এক্ষেত্রে উপরোক্ত সরকারি নির্দেশনা লঙ্ঘন করা হয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

ক্র/ন	প্রকল্পের নাম/অফিস	কাজের মূল্য	মন্তব্য
১	চাঁদপুর সেচ প্রকল্প রক্ষা প্রকল্প (৭৫০০), চাঁদপুর পওর বিভাগ।	প্রাক্কলিত মূল্য ৩৬.৯৫ কোটি টাকা। গৃহীত দরপত্র মূল্য ২৯.২৫ কোটি টাকা।	দরপত্র অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হলো-ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রী সভা কমিটি। কিন্তু একই কাজকে বিভিন্ন মূল্যের ৭টি প্যাকেজে বিভক্ত করে পৃথক পৃথকভাবে পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলীর অনুমোদন নেয়া হয় **(পরিশিষ্ট-১৩)**।
২	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও শিবগঞ্জ রক্ষা প্রকল্প (৯৩৭৪), চাঁপাইনবাবগঞ্জ পওর বিভাগ	প্রাক্কলিত মূল্য ৩৪.৮৯ কোটি টাকা। গৃহীত দরপত্র মূল্য ২৫.৩৬ কোটি টাকা।	দরপত্র অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হলো-ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটি। কিন্তু একই কাজকে বিভিন্ন মূল্যের ৭টি প্যাকেজে বিভক্ত করে পৃথক পৃথকভাবে পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলীর অনুমোদন নেয়া হয় **(পরিশিষ্ট-১৪)**।
৩	গোদাগাড়ি/রাজশাহীতে প্রতিরক্ষামূলক কাজের প্রকল্প (৯১০০), রাজশাহী পওর বিভাগ	প্রাক্কলিত মূল্য ২৫.৬৯ কোটি টাকা। গৃহীত দরপত্র মূল্য ১৭.৩৯ কোটি টাকা।	দরপত্র অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হলো পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়। কিন্তু একই কাজকে বিভিন্ন মূল্যের ৯টি প্যাকেজে বিভক্ত করে পৃথক পৃথকভাবে পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিঃ প্রকৌশলীর অনুমোদন নেয়া হয় **(পরিশিষ্ট-১৫)**।
৪	অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ, বগুড়া পওর বিভাগ	গৃহীত দরপত্র মূল্য ৫.২৩ কোটি টাকা।	এক্ষেত্রে সরাসরি সংগ্রহ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। কিন্তু ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন এবং খোলা সংগ্রহ পদ্ধতি এড়ানোর উদ্দেশ্যে একই কাজকে ৯২টি প্যাকেজে বিভক্ত করে একই স্থানের বিভিন্ন প্যাকেজের কাজ একই ঠিকাদারের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট-১৬)**।
৫	অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ, সিরাজগঞ্জ পওর বিভাগ	গৃহীত দরপত্র মূল্য ৫.৯৯ কোটি টাকা।	এক্ষেত্রে সরাসরি সংগ্রহ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। কিন্তু ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন এবং খোলা সংগ্রহ পদ্ধতি এড়ানোর উদ্দেশ্যে একই কাজকে ১২৫টি প্যাকেজে বিভক্ত করে একই স্থানের বিভিন্ন প্যাকেজের কাজ একই ঠিকাদারের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট-১৭)**।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

(১) চাঁদপুর পওর বিভাগঃ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষেই প্রাক্কলন প্রস্তুত ও দরপত্র আহবান এবং চুক্তি সম্পাদন করেই কাজ করা হয়েছে।

(২) চাঁপাইনবাবগঞ্জ পওর বিভাগঃ বর্ণিত কাজগুলো পানি উন্নয়ন বোর্ডের ডেলিগেশন অব ফাইন্যান্সিয়াল পাওয়ার ২০০৫ এর আইটেম নং-এ এবং প্রিফেইজ এর ৬নং ক্রমিক মোতাবেক সংগ্রহ পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রশাসনিক অনুমোদনসহ প্যাকেজে বিভক্তকরণ অনুমোদিত হয়। অতঃপর প্রাক্কলন অনুমোদন, দরপত্র আহবান ও দরপত্র মূল্যায়ন কাজ বোর্ডের প্রচলিত বিধি বিধান অনুসরণপূর্বক সম্পাদন করা হয়।

(৩) রাজশাহী পওর বিভাগঃ পিপিআর ২০০৩ এর বিধি ১৬(৫) মোতাবেক অনুকুল পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ বাস্তবায়নের স্বার্থে প্যাকেজ সংখ্যা নির্দিষ্টকরণ এবং বোর্ডের ডেলিগেশন অব ফাইন্যান্সিয়াল পাওয়ার ২০০৫ এর আলোকে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুমোদিত হওয়ায় খোলা দরপত্র আহবানের মাধ্যমে ৯টি প্যাকেজের কার্য সম্পাদন করা হয়েছে।

(৪) বগুড়া পওর বিভাগঃ বন্যাকালীন সময়ে জরুরী ভিত্তিতে কাজ বাস্তবায়নের জন্য কাজকে খন্ড খন্ড করে বিভক্তির পর বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

(৫) সিরাজগঞ্জ পওর বিভাগঃ পিপিআর ২০০৩, ২০০৬ ও ২০০৮ এবং পাউবোর আর্থিক ক্ষমতা বিধিমালা অনুযায়ী ডিপিএম এর মাধ্যমে আর্থিক ক্ষমতা সীমাবদ্ধতার কারণে এবং স্বল্প সময়ে কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করে জরুরী প্রতিরক্ষামূলক কাজ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে স্থানীয় জনগণ, জনপ্রতিনিধি, পাউবো কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা এবং সর্বোপরি মাঠ পর্যায়ের চাহিদা মোতাবেক কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

(১,২ ও ৩) **চাঁদপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও রাজশাহী পওর বিভাগঃ** কাজগুলো একই প্রাক্কলনভুক্ত ছিল বিধায় একই কাজকে খন্ড খন্ড অংশে বিভক্ত করে দরপত্র আহবান ও মূল্যায়ন করে প্যাকেজ ভিত্তিক পৃথক পৃথকভাবে অধঃস্তন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দরপত্র অনুমোদন করা পিপিআর ২০০৩ এর প্রবিধান ১৬(৫) এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। ফলে প্রদত্ত জবাব গ্রহণযোগ্য নহে।

(৪) **বগুড়া পওর বিভাগঃ** ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনকে উপেক্ষা করা ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ক্ষমতার মধ্যে রাখার জন্য একই স্থানের একই প্রকৃতির কাজকে খন্ড খন্ড ভাবে করা হয়েছে, যা একই সময়ে জরুরী ভিত্তিতে বাস্তবায়নযোগ্য হলে ভিন্ন ভিন্ন বহু সংখ্যক ঠিকাদারের মাধ্যমে সম্পাদনযোগ্য। অথচ এক্ষেত্রে একই স্থানের সকল খন্ডিত/খন্ড খন্ড কাজ একই ঠিকাদারের মাধ্যমে সম্পাদনের জন্য অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে।

(৫) **সিরাজগঞ্জ পওর বিভাগঃ** জবাব অনুযায়ী স্থানীয় জনগণ, জনপ্রতিনিধি, পাউবো কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা এবং সর্বোপরি মাঠ পর্যায়ের চাহিদা সংক্রান্ত কোন কাগজপত্রাদি পাওয়া যায়নি। এক্ষেত্রে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনকে উপেক্ষা করা ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদনযোগ্য ক্ষমতার মধ্যে রাখার জন্য একই স্থানের একই প্রকৃতির কাজকে খন্ড খন্ড করা হয়েছে, যা একই সময়ে জরুরী ভিত্তিতে বাস্তবায়নযোগ্য হলে ভিন্ন ভিন্ন বহু সংখ্যক ঠিকাদারের মাধ্যমে সম্পাদনযোগ্য। অথচ এক্ষেত্রে একই স্থানের সকল খন্ডিত/খন্ড খন্ড কাজ একই ঠিকাদারের মাধ্যমে সম্পাদনের জন্য অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

প্রতিটি বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ আর্থিক ক্ষমতা অর্পন বিধিমালা অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের মাধ্যমে বিষয়গুলো নিয়মিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ৩.৬

শিরোনামঃ প্রকিউরমেন্ট পল্ল্যান অনুমোদন ছাড়াই ওপেন টেন্ডারে সম্পাদনযোগ্য ২,৯১,৫৪,৪৪৬ টাকার কাজ লিমিটেড/রেসট্রিকটেড টেন্ডারিং পদ্ধতিতে সম্পাদন।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, বগুড়া কার্যালয়ের ২০০৭-০৮ সনের হিসাব ০৭-০২-২০০৯ খ্রিঃ হতে ১৭-০২-২০০৯ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে টেন্ডার নোটিশ (এলটিএম) নং-বিওজি-১৪/২০০৭-০৮ এর বিপরীতে ১৮টি প্যাকেজে দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন ও চুক্তিপত্র পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়-
- উক্ত ১৮টি প্যাকেজের কাজসমূহ প্রকৃতি অনুযায়ী ওপেন টেন্ডারে সম্পাদনযোগ্য। কারণ কাজসমূহ কোন বিশেষায়িত প্রকৃতির নয় এবং তা সীমিত বা বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পাদনযোগ্যও নয়। অথচ কোন প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান অনুমোদন ছাড়াই তা এলটিএম/আরটিএম পদ্ধতিতে ২,৯১,৫৪,৪৪৬ টাকায় চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট-১৮)**।
- এক্ষেত্রে এলটিএম এর মাধ্যমে চুক্তিপত্র সম্পাদন করায় বহুল প্রচার, পর্যাপ্ত সময় ও দরদাতাগণের প্রতিযোগিতার বিষয়টি উপেক্ষা করে সমঝোতার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যেমন-
- বিজ্ঞপ্তিটি শুধুমাত্র দৈনিক বগুড়া পত্রিকায় মাত্র ৬ দিন সময় দিয়ে প্রকাশ করা হয়।
- ১৮টি প্যাকেজের ১৭টি প্যাকেজেই মাত্র ৩ জন করে এবং ১টি প্যাকেজে ৪জন দরদাতা দরপত্রে অংশগ্রহণ করে।
- অপরদিকে ১৬টি প্যাকেজে সমদর বা ০.০৩% নিম্নদরে এবং ২টি প্যাকেজে ৩.৪১% ও ৪.৫০% ঊর্ধ্বদরে প্রথম সর্বনিম্ন দরদাতা নির্বাচিত হয়।
- পিপিআর-২০০৩ এর প্রবিধান ১৭ মোতাবেক কোন কাজ বিশেষায়িত প্রকৃতির হলে এবং তা সীমিত বা তালিকাভুক্ত বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পাদনযোগ্য হলে তা এলটিএম/আরটিএম পদ্ধতিতে সম্পাদন করা যায়। তবে এক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতা সংক্রান্ত স্মারক নং-১৩, তাং-৩-২-০৫ এর ক্রমিক নং-৫ এবং পাউবোর আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ নীতিমালা ২০০৫ এর প্রিফেস এর ক্রমিক নং-২,৩ ও এ মোতাবেক উক্ত কাজের জন্য প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান অনুমোদন গ্রহণ আবশ্যক। অর্থাৎ এক্ষেত্রে উক্ত বিধি-বিধান অনুসরণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে সম্পাদনযোগ্য কাজসমূহ এলটিএম/আরটিএম এ সম্পাদন করার কোন সুযোগ নেই। তদুপরি প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান অনুমোদন/প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণ ছাড়া এলটিএম/আরটিএম এর মাধ্যমে দরপত্র গ্রহণ ও কার্য সম্পাদনের কোন অবকাশ নেই এবং তা সরকারি বিধি-বিধানের পরিপন্থী।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ বিভাগীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ৩.৭

শিরোনামঃ সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ছাড়াই মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের বিপরীতে বকেয়া ৬,৩৪,৬৪,৭১৩ টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।

বিবরণঃ

- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৭ টি কার্যালয়ের ২০০৭-০৮ সনের হিসাব ০২-০১-২০০৯ খ্রিঃ হতে ১৫-০৩-২০০৯ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতের বিপরীতে অর্থ বরাদ্দপত্র এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের বিল ভাউচার যাচাই করা হয়। যাচাইকালে দেখা যায়-
- ২০০৪-০৫ হতে ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে সম্পাদিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের বকেয়া দাবীর বিপরীতে সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ছাড়া ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে অনিয়মিতভাবে বকেয়া ৬,৩৪,৬৪,৭১৩ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। যা নিম্নরূপঃ

ক্রঃনং	নিরীক্ষিত অফিসের নাম	বকেয়া পরিশোধ	পরিশিষ্ট
১	পওর বিভাগ, সিরাজগঞ্জ	১,৩৯,২৯,১৭৫	**১৯**
২	পওর বিভাগ-১, ভোলা	৯৩,৭১০	**২০**
৩	পওর বিভাগ-২, ভোলা	৭০,৮২৮	**২১**
৪	পওর বিভাগ, কক্সবাজার	২২,৫৭,০০০	**২২**
৫	পওর বিভাগ, রাজশাহী	৮০,১৩,০০০	**২৩**
৬	পওর বিভাগ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৩,৯১,০১,০০০	**২৪**
৭	পওর বিভাগ, গাইবান্ধা	৪,২৭,০০০	**২৫**
	মোট	৬,৩৪,৬৪,৭১৩	

- অর্থ বিভাগের স্মারক নং-অম/অবি/ব্যঃনিঃ-১/ডিপি-১/২০০০/১২ তাং-০৩/০২/২০০৫ এবং নং-১৩ তাং-০৩/০২/২০০৫ এর ক্রমিক নং-৩(ক) ও ৮(ক) মোতাবেক যে উদ্দেশ্যে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয় ঠিক সে উদ্দেশ্যেই তা ব্যয় করতে হবে। তাছাড়া সিপিডব্লিউএ কোডের অনুচ্ছেদ ৩২(এ) ও ৩৯ মোতাবেক বরাদ্দ ছাড়া কোন অর্থ পরিশোধ করা যায় না। অর্থাৎ এক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের উক্ত নির্দেশ ও কোডাল বিধি অনুসরণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের ভিত্তিতে বকেয়া পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। ফলে বকেয়া দাবী পরিশোধের কোন সুযোগ নেই।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ৩.৮

শিরোনামঃ মূল দাবী বিলম্বে পরিশোধের কারণে সুদ বাবদ প্রদত্ত ৯০,১৯,১৪৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি এবং তা পরিশোধের ক্ষেত্রে চুক্তিপত্র ও বিলে প্রদত্ত স্বাক্ষরের সত্যতা যাচাই এবং আয়কর বাবদ আদায়যোগ্য অর্থ আদায় করা হয়নি।

বিবরণঃ

- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সদর দপ্তর, ঢাকা অফিসের ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের হিসাব ০৬-৪-২০০৯ খ্রিঃ হতে ১৩-৪-২০০৯ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে M/S Jaakko Poyry Consulting OY (JPC), Finland কে পরিশোধিত একটি বকেয়া পরামর্শক ফি র বিল যাচাইকালে নিম্নোক্ত অনিয়মসমূহ পরিলক্ষিত হয়ঃ
- বিলের বিপরীতে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে মূল দাবী পরিশোধের যথার্থ সময় ছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরিশোধ ১২/৬/২০০৬ তারিখে করা হয়েছে । মূল দাবী বিলম্বে পরিশোধের কারণে সরকারের দায় সৃষ্টি হয়েছে ৯০,৪১,০০০ টাকা যা শুধুমাত্র বিলম্বের কারণে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সুদ হিসেবে দাবী করেছে। অর্থ বিভাগের বাজেট বরাদ্দ আদেশ নং-অম/অবি/বাজেট-২১/বাপাউবো-২(১)/০৫(অংশ)/৬৩৭ তাং-৯/১২/২০০৭ এর মাধ্যমে উক্ত বকেয়া দায় পরিশোধের জন্য সমপরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়, তবে শর্ত (ঙ) মোতাবেক বকেয়া দাবী উপস্থাপনে দীর্ঘসূত্রতার জন্য দায়ী পাউবো এর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে তদন্তপূর্বক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অথচ নিরীক্ষা চলাকালীন সময় পর্যন্ত বিলম্ব অর্থ পরিশোধ ও দায় সৃষ্টির বিষয়ে দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ চিহ্নিতকরণ ও বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি।
- চুক্তিপত্রের ধারা ৬.৪ (সি) মোতাবেক সুদ বাবদ ১২৯৯৮৭ ইউ এস ডলার (সমান ৯০,১৯,১৪৮ টাকা) ব্যাংক হিসাব নং-২৩৩৩৬২-২৮৮৭৭, মেরিটা ব্যাংক লিঃ, আলকসিস কিভেনকাটু ৩-৫ ফিন-০০৫০০, হেলসিংকি, ফিনল্যান্ড বরাবর হস্তান্তর করার কথা। কিন্তু কর্তৃপক্ষ পরামর্শকের বিলে বর্ণিত হিসাব নং-IBAN ফরম্যাট, FI ২০ ২৩৩৩ ৬২০০ ০২২০ ২৯, নরেডা ব্যাংক ফিনল্যান্ড, SWIFT; NDEAFIHH বরাবরে স্থানান্তর করেছে। ব্যাংক হিসাব পরিবর্তনের বিষয়টি পরীক্ষান্তে নিশ্চিত হওয়া জরুরী।
- এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, সমঝোতা কমিটি কর্তৃক সর্বশেষ ২৭/৫/২০০৩ খ্রিঃ তারিখে প্রদত্ত সুদের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। অতঃপর প্রায় পাঁচ বৎসর পর Helsinki and Dhaka ২২/০১/২০০৮খ্রিঃ সংশোধিত ৫/২/২০০৮খ্রিঃ তারিখে সংশ্লিষ্ট পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে Mr. Hari Ahveninen, President এর স্বাক্ষরে সমঝোতার মাধ্যমে নির্ধারিত সমপরিমাণ ডলারের বিল প্রকল্প পরিচালক বরাবরে দাখিল করা হয় এবং তিনি মূল চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেন। অথচ চুক্তিপত্রের স্বাক্ষরের সাথে বিলের স্বাক্ষরের মিল নেই। চুক্তিপত্র, বিল ও প্রাপ্তি স্বীকারপত্রে প্রদত্ত স্বাক্ষরের নমুনা নিম্নরূপঃ

For and on behalf of J P Development Oy (JPC OY) Harri Ahveninen, President	Harri Ahveninen	Harri Ahveninen For and behalf of JPD/JPC
চুক্তিপত্রের স্বাক্ষর	**দাবীকৃত বিলের স্বাক্ষর**	**অর্থ প্রাপ্তি স্বীকার পত্রের স্বাক্ষর**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- দাবী উপস্থাপনে দীর্ঘসূত্রতার বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত স্মারক নং-২১৫-পাউবো/২০০৫-০৭ তাং-১১/৫/০৮ এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- বকেয়া দাবী পরিশোধের জন্য পাওনাদারের চাহিদা মোতাবেক বিলে বর্ণিত ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমেই দাবীটি পরিশোধ করা হয়েছে।
- চুক্তিপত্রের স্বাক্ষরের সাথে বিলের স্বাক্ষরের কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি।

- পরিশোধিত অর্থ প্রাপকের হিসাবে স্থানান্তরিত হয়েছে এ মর্মে উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। পত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি ২নম্বর ফিন্যান্সিয়াল ক্লেইম হিসেবে বিবেচনা করে উক্ত ক্লেইমটি ১০/৩/০৮ তারিখে মীমাংসা হয়েছে বলে পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাবে বর্ণিত স্মারকে অন্য যে সকল স্মারকের উল্লেখ করা হয়েছে তার কোন কপি পেশ করা হয়নি। জবাবে উল্লেখিত ১১/৫/০৮খ্রিঃ তারিখের স্মারক মোতাবেক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দাবী ২৩/২/০৩ খ্রিঃ তারিখে পাওয়ার পরও ৩০/৪/০৩ তারিখের মধ্যে তা আইডিএ এর নিকট পেশ করা হয়নি। এজন্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে তদন্ত সম্পন্ন করা হলেও দায়ী প্রকল্প পরিচালক, সিইআরপি ও তৎকালীন চীফ প্ল্যানিং এর বিরুদ্ধে কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা বা কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। শুধুমাত্র নেগোসিয়েশন কমিটির একজন সদস্যকে কারণ দর্শানো হয় এবং তার জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে বলে উক্ত স্মারকে উল্লেখ রয়েছে। যা আপত্তি অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত হয়নি।
- সুদ হিসাবে বকেয়া দাবী পরিশোধের ক্ষেত্রে চুক্তির শর্ত লঙ্ঘনের কোন সুযোগ নেই। চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে দীর্ঘদিন পর ভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধের ক্ষেত্রে পরামর্শককে কোন কোয়ারী, তদন্ত বা যাচাই করা হয়নি।
- চুক্তিপত্রের স্বাক্ষরের সাথে দাবীকৃত বিলের স্বাক্ষরের কোন মিল পাওয়া যায়নি। জবাবের স্বপক্ষে পরিশোধিত অর্থ প্রাপকের হিসাবে স্থানান্তরের প্রমাণক স্বরূপ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত পত্রের কপিতে পূর্ববর্তী পত্রের ন্যায় Helsinki and Dhaka কোন তারিখ উল্লেখ নেই। তাছাড়া চুক্তিপত্রের স্বাক্ষরের সাথে উক্ত পত্রের স্বাক্ষরের কোন মিল পাওয়া যায়নি। অপরদিকে আলোচ্য অবজারভেশন ইস্যুর কয়েকদিন পর ২২/৪/০৯ খ্রিঃ তারিখে উক্ত পত্রটি প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে ডায়েরীভুক্ত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। ফলে সামগ্রিকভাবে উক্ত পত্রের কপি অডিটের নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ দায়ী ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আপত্তি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

রাজস্ব সংগ্রহ

অনুচ্ছেদ ৩.৯

শিরোনামঃ বিভিন্ন উৎস হতে পাওনা বাবদ ৯৪,৬৪,৭৭৮ টাকা অনাদায়ী এবং এস্কাভেটরের জন্য প্রাপ্য বিল ইস্যু ও আদায়ের কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

বিবরণঃ

- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৩টি কার্যালয়ের ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের হিসাব ২৬-১১-২০০৮খ্রিঃ হতে ১০-৩-২০০৯ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন উৎস হতে পাওনা টাকা আদায়ের অগ্রগতি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জলাশয় ও চাষযোগ্য জমির ইজারা মূল্য, সেচ সার্ভিস চার্জ এবং হাইড্রলিক এস্কাভেটর ভাড়া বাবদ মোট ৯৪,৬৪,৭৮০ টাকা বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট অনাদায়ী রয়েছে।
- অনাদায়ী টাকার বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	অফিসের নাম	কি বাবদ পাওনা	টাকা	পরিশিষ্ট নম্বর	মন্তব্য
১	পওর বিভাগ, ফেনী	জলাশয় ও চাষযোগ্য জমির ইজারা মূল্য	৫,৪৭,২৭৮	**২৬**	প্রয়োজনীয় এসেসমেন্ট ও প্রকাশ্য নিলাম বিজ্ঞপ্তি না করে নিয়ম বহির্ভূতভাবে সমঝোতার আবেদনের ভিত্তিতে ইজারা প্রদান করা হয়েছে।
	পওর বিভাগ, ফেনী	সেচ সার্ভিস চার্জ	২৪,৫৬,৭৫০	**২৭**	
২	পওর বিভাগ, চাঁদপুর	সেচ সার্ভিস চার্জ	৫৯,৬৩,২৫০	**২৮**	
৩	বিআরই (বিশেষায়িত) পওর বিভাগ, সিরাজগঞ্জ	হাইড্রলিক এস্কাভেটর ভাড়া	৪,৯৭,৫০০		জনাব মোখলেছুর রহমান, মালিক জিশান মার্কেটিং, কাকরাইল, ঢাকার নিকট বর্ণিত টাকা অনাদায়ী রয়েছে। এছাড়া এস্কাভেটরটি ৫/১১/০৮খ্রিঃ তারিখে পওর বিভাগ, যশোর বরাবরে ইস্যু করা হয়। কিন্তু নিরীক্ষা চলাকালীন পর্যন্ত মোট ১২৩ দিন দৈনিক ৯০০০ টাকা হিসাবে প্রাপ্য ১১,০৭,০০০ টাকা ভাড়া দাবী করে বিল ইস্যু ও তা আদায়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি।
	মোট		**৯৪,৬৪,৭৭৮**		

উক্ত পাওনা টাকা আদায়ের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় তা অনাদায়ী রয়েছে।

সিপিডব্লিউএ কোডের ১৭৭ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিভাগীয় কর্মকর্তা সকল প্রকার রাজস্ব আদায়ে ও বকেয়া রাজস্ব আদায়কল্পে যথোপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দায়বদ্ধ। এক্ষেত্রে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ বকেয়া টাকা আদায়ের বিষয়ে আইনানুগ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- অনাদায়ী পাওনা টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।
- কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে কপোতাক্ষ নদ পুনঃ খননের প্রয়োজনে এস্কাভেটরটি যশোর পওর বিভাগের আওতায় প্রেরণ করা হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী ভাড়া আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। তবে পাওনা আদায়ের ব্যাপারে সরকারী বিধি বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- পাওনা টাকা অবিলম্বে আদায়ের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

বেতনভাতা

অনুচ্ছেদ ৩.১০

শিরোনামঃ ক্ষমতা ও বিধি বহির্ভূতভাবে ১৩৯১ জন চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী নিয়োগের মাধ্যমে ৬ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

বিবরণঃ

- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সদর দপ্তর, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের হিসাব ৬/৪/২০০৯ খ্রিঃ হতে ১৩/৪/২০০৯ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে কর্মচারীদের বেতন ভাতা সংক্রান্ত বিল ভাউচার, ব্যয় বিবরণী, চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত অফিস আদেশ ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়-
- বোর্ডের আওতাধীন বিভিন্ন অফিসে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-পাসম-১/প্রথ/বিবিধ-৪৪/৯৮/৩৭৭ এবং ২৩/৬/৯৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ৭টি ক্যাটাগরীর বিপরীতে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছর হতে ২২৩৮ টি অস্থায়ী ভিত্তিতে (চুক্তিভিত্তিক) পদ সৃষ্টির ধারাবাহিকতায় পানি উন্নয়ন বোর্ড পরিচালনা পরিষদের ৩/৯/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ২২ তম সভার সিদ্ধান্তক্রমে অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নং-অম/অবি/বাজেট-১২/বিবিধ-৫২/২০০৩/১৫৭৩ এবং ২৪/১০/২০০৫ খ্রিঃ এর উদ্ধৃতি দিয়ে ১৯ নম্বর গ্রেডে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য ৪৭২৫ টাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গী পৌর এলাকার জন্য ৪৪৭৫ টাকা এবং অন্যান্য এলাকার জন্য ৪৩৫০ টাকা সাকুল্য বেতনে সাময়িকভাবে নিয়োগ করতঃ উক্ত অর্থ বছরে তাদের বেতন-ভাতা বাবদ মোট ৬ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। তন্মধ্যে অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় খাত নং-৪৮৫১ হতে ৬ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন বাজেটের আওতায় উন্নয়ন প্রকল্পের কন্টিনজেন্সী খাত নং-৪৮৯৯ হতে ১৩ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
- অর্থ বিভাগের স্মারক নং-অম/ইতিথ ১/ডিসি-৬/৮৩/৩৭৮ তাং-১৫/৮/৮৩ ইং এবং মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ, কমিটি বিষয়ক শাখা, ঢাকার সরকারী আদেশ নং-মপবি/কঃশাঃ কপগ-১১/২০০১-১১১ তাং-৩/৫/২০০৩ এর নির্দেশনা মোতাবেক, রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে পদ সৃষ্টি করার জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের কোন অনুমোদন নেয়া হয়নি। এছাড়া বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা পরিষদের চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা নেই। ফলে উল্লেখিত কর্মচারীদের নিয়োগ সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও বিধি বহির্ভূত হয়েছে এবং সেজন্য তাদের বেতন ভাতা বাবদ পরিশোধিত ৬ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা অনিয়মিত ব্যয় হিসেবে বিবেচিত।

প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

পানি উন্নয়ন বোর্ডের স্থায়ী সাংগঠনিক কাঠামো সঙ্কুচিত রাখা এবং বোর্ডে পেনশন স্কীম চালু হবার পর তা পরিচালনায় যাতে কোন আর্থিক সংকট সৃষ্টি না হয় সেই লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২৩/৬/৯৯ খ্রিঃ এর ৩৭৭ নম্বর স্মারকের ধারাবাহিকতায় পরিচালনা পরিষদের ৩/৯/২০০৭ তারিখের ২২ তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে বর্ণিত কর্মচারীগণকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন নং-সম/সওক/টি-৪(২)উঃপ্রঃনিঃ/৪৭/৯৭-১৮৮ তাং-২১/৮/৯৭ খ্রিঃ এর অন্যতম শর্তানুযায়ী সাকুল্য বেতনে কর্মচারীদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয় । যা কখনই পানি উন্নয়ন বোর্ডের অনুমোদিত পদ সংখ্যা অতিক্রম করেনি ।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

জবাব গ্রহণযোগ্য নহে । কারণ উল্লেখিত চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী নিয়োগের বিষয়ে সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের কোন অনুমোদন নেই । এছাড়া অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২৪/১০/২০০৫ খ্রিঃ তারিখের এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ২১/৮/৯৭ খ্রিঃ তারিখের স্মারক ২টি উন্নয়ন প্রকল্পে সাকুল্য বেতন প্রদান ও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ সংক্রান্ত । তদুপরি পানি উন্নয়ন বোর্ডের উন্নয়ন প্রকল্পে ১৯নং গ্রেডে চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী নিয়োগের সংস্থান সংক্রান্ত কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি । বোর্ডের পরিচালনা পরিষদও এ বিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নয় । ফলে বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতা ও বিধি বহির্ভূত হয়েছে ।

নিরীক্ষা সুপারিশঃ

অনিয়মটি অতি সত্বর বন্ধ করতঃ অনিয়মিত ব্যয়ের সমুদয় অর্থ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণের মাধ্যমে নিয়মানুগ করা আবশ্যক ।

৪. আর্থিক প্রতিবেদন

অনুচ্ছেদ ৪.১

শিরোনাম ঃ অব্যয়িত অর্থ সমর্পণ না করে কাজ সম্পাদন দেখিয়ে নিরাপত্তা জামানত খাতে কর্তন করতঃ ৪৪,৮২,২১৫ টাকা অনিয়মিতভাবে স্থানান্তর।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ-২, পাউবো, ভোলা কার্যালয়ের ২০০৭-০৮ সনের হিসাব ০২-০১-২০০৯ খ্রিঃ হতে ১৬-০১-২০০৯ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলায় অতি ঝুঁকিপূর্ণ অংশে নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় ৬টি প্যাকেজের বিল ভাউচার পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়-
- ৬ টি প্যাকেজে মোট পরিশোধিত/পাসকৃত অর্থের পরিমাণ ২,৪৪,২০,৯৪৪ টাকা। চুক্তি মোতাবেক নিরাপত্তা জামানত বাবদ সর্বোচ্চ ১০% হারে ২৪,৪২,০৯৫ টাকা কর্তনযোগ্য হলেও প্রকৃতপক্ষে কর্তন করা হয়েছে ৬৯,২৪,৩১০ টাকা। অর্থাৎ ৪৪,৮২,২১৫ টাকা (৬৯,২৪,৩১০ - ২৪,৪২,০৯৫) অতিরিক্ত কর্তন করে তা ধরে রাখার জন্য নিরাপত্তা জামানত খাতে স্থানান্তর করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট-২৯)**।
- এতে প্রমাণিত হয় প্রকৃত সম্পাদিত কাজের চেয়ে অতিরিক্ত কাজের বিল পাস করা হয়েছে।
- চুক্তিপত্রের জি,সি,সি-৬৭.১ মোতাবেক পরিশোধিত অর্থের উপর ৫% হারে এবং স্ট্যান্ডার্ড টেন্ডার ডকুমেন্টস পি,ডব্লিউ-৩ মোতাবেক সর্বোচ্চ ১০% হারে নিরাপত্তা জামানত কর্তনযোগ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে চুক্তির শর্ত অনুসরণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- বিল পরিশোধের সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চেক মেজারমেন্ট করা সম্ভব হয়নি বিধায় অতিরিক্ত জামানত জমা রেখে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। কাজেই চূড়ান্ত বিল পরিশোধের পর কাজের সার্বিক অবস্থা দেখে ঠিকাদারদের অতিরিক্ত জামানতের টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- কাজগুলো ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন মোতাবেক সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন হয়েছে এই মর্মে নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক প্রত্যয়ন দেয়া হয়েছে। অপরদিকে চেক মেজারমেন্ট করা সম্ভব হয়নি এই মর্মে জবাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা গ্রহণযোগ্য নয়। এক্ষেত্রে প্রকৃত সম্পাদিত কাজের চেয়ে অতিরিক্ত কাজের মেজারমেন্ট দেখিয়ে সে মোতাবেক বিল করা হয়েছে, অপরদিকে অব্যয়িত অর্থ ফেরত না দিয়ে তা অতিরিক্ত জামানত হিসাবে কর্তনের মাধ্যমে স্থানান্তর করে রাখা হয়েছে, যা সরকারি বিধি বিধানের পরিপন্থী।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ৪.২

শিরোনাম ঃ তিন বছরের বিজ্ঞাপন বিল বাবদ ৩,৯২,৬৭,৭২৭ টাকা পরিশোধের বিপরীতে উপযুক্ত প্রমাণক পাওয়া যায়নি।

বিবরণ ঃ

- মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সদর দপ্তর, ঢাকা অফিসের অধীনস্থ পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর (বর্তমানে প্রচার সেল) এর ২০০৭-০৮ সনের হিসাব ০৬-০৪-২০০৯খ্রিঃ হতে ১৩-০৪-২০০৯ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে পত্রিকায় প্রকাশিত দরপত্র বিজ্ঞপ্তির কপি এবং এতদসংক্রান্ত পত্রিকার বিল ও হিসেবে যাচাই করা হয়। যাচাইকালে দেখা যায়-
- ২০০৫-০৬ হতে ২০০৭-০৮ পর্যন্ত ৩ (তিন) বছরে বিজ্ঞাপন বিল বাবদ ৩,৯২,৬৭,৭২৭ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত বিল পরিশোধের স্বপক্ষে পর্যাপ্ত প্রমাণক হিসাবে আগষ্ট/২০০৭ মাসের পূর্বের কোন পত্রিকার কপি সংরক্ষণ করা হয়নি।
- ফলে একদিকে বিল পরিশোধের বিষয়টি এবং অপরদিকে পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের বিষয়টি যাচাই করা যায়নি।
- উল্লেখ্য মাঠ পর্যায়ের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি কেন্দ্রীয়ভাবে জনসংযোগ পরিদপ্তরের মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ায় পত্রিকার কপিসমূহ এ পরিদপ্তরে এবং দরপত্র আহবানকারী দপ্তরেও সংরক্ষণ করা আবশ্যক। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দরপত্র আহবানকারী দপ্তর/মাঠ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট পত্রিকার কপি পাওয়া যায়নি।
- মাঠ পর্যায়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র দরপত্র বিজ্ঞপ্তির ফটোকপি করে পত্রিকার নাম ফটোকপির ওপর লিখে রাখা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের বক্তব্য পত্রিকার মূল কপি জনসংযোগ পরিদপ্তরে সংরক্ষণ করা হয়।
- পিপিআর ২০০৩ এর প্রবিধান-৯ মোতাবেক দরপত্র সংক্রান্ত সকল রেকর্ড ও ডকুমেন্টস কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছর সংরক্ষণ করা আবশ্যক। কিন্তু এক্ষেত্রে পিপিআর এর উক্ত প্রবিধানমালা অনুসরণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- পত্রিকা অফিস থেকে বিল দাখিলের সময় মূল পত্রিকা সংযুক্ত করে। পূর্বের সংবাদপত্র সংরক্ষিত না রাখার কারণ অজানা। তবে প্রচার সেলের সংবাদপত্র সংরক্ষণ রাখা উচিৎ এই মর্মে বর্তমান পরিচালক তার সময় থেকে অর্থাৎ আগষ্ট/২০০৭ হতে সংবাদপত্র সংরক্ষণ করছেন। তাছাড়া ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত পত্রিকা সংরক্ষণ করার জন্য অডিটের মন্তব্য ও পরামর্শ প্রচার সেলের বর্তমান পরিচালকের কাছে সঠিক মনে হয়েছে বিধায় সংরক্ষিত পত্রিকা বিক্রী করা হচ্ছে না।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। তবে এক্ষেত্রে সরকারী বিধি বিধান অনুসরণ করা হয়নি এবং পূর্ববর্তী কর্তৃপক্ষ তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেনি।
- প্রমাণক হিসেবে পত্রিকা সংরক্ষণ না করায় এ ব্যয়ের সত্যতা যেমন প্রশ্নবিদ্ধ ঠিক তেমনি দরপত্র বিজ্ঞপ্তির প্রচার নিয়েও সন্দেহ রয়ে যায়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিভাগীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ অডিটের যাচাইয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট পত্রিকার মূল কপি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা আবশ্যক।

৫. দারিদ্র বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়ন

অনুচ্ছেদ ৫.১

শিরোনামঃ দারিদ্র বিমোচন ও নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে কোন বরাদ্দ রাখা হয়নি এবং দারিদ্র বিমোচন ও নারী উন্নয়ন বিষয়টি মূল্যায়ন করা সম্ভবপর হয়নি ।

বিবরণঃ

২০০৭-০৮ অর্থ বছরের MTBF বাজেট বইতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অংশে (৩) দারিদ্র বিমোচন ও নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দারিদ্র বিমোচন ও নারী ক্ষমতায়নে সহায়ক নিম্নোক্ত কর্মসূচী ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে ।

- ১৬৩ কিমি সেচ খাল খনন ও ১৬৭০ কিমি সেচ খাল পুনঃ খননের ফলে প্রান্তিক ও দরিদ্র চাষীরা সেচ সুবিধা ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবেন ।
- ১৫১২টি সেচ স্ট্রাকচার নির্মাণ ও মেরামত এবং ৪০ কিমি নদী খননের ইতিবাচক প্রভাব প্রান্তিক চাষীদের ওপর পড়বে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে ।
- ১০৩০ কিমি বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ, ৭১৩০ কিমি বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ মেরামত ও পুনর্বাসন, ১৭৩৫ কিমি খাল খনন/পুনঃ খনন এবং ২৬/২৭ টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ ও মেরামতের মাধ্যমে নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটবে। ফলশ্রুতিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ফসল ও সম্পত্তির ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস/রক্ষা পাবে। এসকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে ।
- পানি সম্পদ ও সংশ্লিষ্ট সাধারণ সম্পদে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা বাড়ানো, ৪২ টি প্রকল্পের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব হস্তান্তর ও ১৫টি প্রকল্পের সার্ভিস চার্জ আদায়ের দায়িত্ব প্রান্তিক চাষীদের প্রদান করা হবে এবং পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ফলে তাঁদের জন্য আয়বর্ধক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে ।

উপরোক্ত কর্মসূচি নিম্নোক্তভাবে নারী উন্নয়নেও ভূমিকা রাখবে ।

- পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা অনুসারে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের ৩৩% সদস্য নারী অন্তর্ভুক্ত থাকার বিধান রয়েছে। এর ফলে নারীর ক্ষমতায়নের পাশাপাশি আয়ও বৃদ্ধি করবে। পাউবোর প্রকল্পের ২৫% মাটির কাজ নারীদের দ্বারা সংগঠিত ভূমিহীন সমাজের মাধ্যমে সম্পাদন করা হবে বিধায় তাঁদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পাবে। IPSWAM প্রকল্পে ৪০% হতে ৫০% মাটির কাজ Landless Contracting Society (LCS) নারী দ্বারা সম্পাদনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ।
- নারীর সম্পদ এবং সম্ভ্রম রক্ষা হবে ।
- নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করবে ।

নিরীক্ষাদল কর্তৃক দারিদ্র বিমোচন ও নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কিন্তু LCS কর্মসূচিতে মহিলাদের ২৫% অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করা যায়নি। এমনকি অন্যান্য প্রকল্পে নারীর অংশগ্রহণ ও দারিদ্র বিমোচনে সরাসরি প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। এছাড়া, নারী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের সমর্থনে যথেষ্ট দলিলপত্র পাওয়া যায়নি। ফলে দারিদ্র নিরসন ও নারীর উন্নয়নে বরাদ্দ সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা নেই যা এমটিবিএফ পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যহীন ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি ।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

যে উদ্দেশ্যে এমটিবিএফ চালু করা হয়েছে এতে তার সুফল পাওয়া যাবে না। দারিদ্র বিমোচন ও নারী ক্ষমতায়নে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও কৌশল নির্ধারণ করা প্রয়োজন ।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

এমটিবিএফ কৌশল পত্রের সাথে সঙ্গতি রেখে পরিকল্পনা গ্রহণ করা আবশ্যক ।

তারিখঃ

(মোঃ মোসলেম উদ্দীন)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ।